তারিখ 04 OCT 1985
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

দৈনিক বাংলা

শিক্ষকরাই এ সমস্যার সমাধান করতে পারেন--

দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার পর আমার ১৯ বছরের চাকরির বয়স সাড়ে ৫ বছর হয়ে গেল। আমার ১৮৫০ টাকা স্কেলের বেতন নেমে গেল ৭৫০ টাকায়। আমি হব এখন কোন কলেজের কনিষ্ঠ প্রভাষক। এই অবস্থায় কি শিক্ষকতা করা চলে? কি অপরাধে আমার শাস্তি হবে?

এ চিঠি লিখেছেন মানিকগঞ্জ মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ। মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসাবে আছেন তিনি ১১ বছর। এর আগে একটি কলেজে ছিলেন ৮ বছর। সেই কলেজে শেষের দু বছর অধ্যক্ষ হিসাবেও কাজ করেছেন। বাড়ির কাছে বলে উপাধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন মানিকগঞ্জ মহিলা কলেজে। এ কলেজে আসাই বোধহয় তার জীবনে কাল হয়েছে।

কিন্তু তার এ অবস্থা হল কেন? কারণ তিনি বর্ণনা করেছেন তার চিঠিতে। সে কারণেও খুব নতুনত্ব নেই। মানিকগঞ্জ মহিলা কলেজ সরকারীকরণ করা হয়েছে এ বছরের ১লা জানুয়ারী থেকে। এরপর চিঠি এসেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে। চিঠিতে বলা হয়েছে কলেজের শিক্ষকরা সরকারী চাকুরে হবেন। সরকারী কলেজের শিক্ষক হিসাবেই পরিগণিত হবেন। তবে পুরো চাকরিকালে ধারাবাহিকতা থাকবে না। যে কলেজে তিনি এখন আছেন সে কলেজের চাকরিকালের অর্ধেক কাল তার চাকরির ধারাবাহিকতা হিসাবে গণ্য হবে। বাকী অর্ধেকের বা পূর্বের কোন কলেজের অভিজ্ঞতার কোন মূল্যই থাকবে না। অর্থাৎ পত্র লেখকের মানিকগঞ্জ মহিলা কলেজের ১১ বছরের চাকরিকাল সাড়ে ৫ বছর হয়ে যাবে। তিনি হবেন সাড়ে ৫ বছরের অভিজ্ঞ একজন শিক্ষক।

চিঠি লেখক এ ব্যাপারে কত গুলি সুন্দর কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন—২২ বছর চাকরিতে ঢুকেছিলাম। আজ ১৯ বছর শিক্ষকতার পর আমার চাকরির বয়স হল মাত্র সাড়ে ৫ বছর। সেই হিসাবে আমার বয়স হওয়া উচিত সাড়ে ২৭ বছর। হঠাৎ সরকারী নির্দেশে তার বয়স সাড়ে তের বছর কমে গেছে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তো তা ঘটেনি। তাহলে আমার চাকরি জীবনের এই সাড়ে ১৩টি বছর কে ফেরত দেবে?

কিন্তু পত্রলেখকের দুঃখ শুধু এখানেই নয়। ভিন্ন কারণেও তার দুঃখ আছে। ১৯ বছর সরকারী কলেজে চাকরি করলে হয়তোবা এতদিনে তিনি উপাধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষ হয়ে যেতেন। বেসরকারী কলেজে চাকরি করার জন্য চাকরির বয়স দাঁড়ালো মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর। অথচ ১৯৮০ সালে তিনিও সরকারী কলেজে চাকরি পেয়েছিলেন। সে চাকরিতে বেতন তুলনামূলক ভাবে কম হওয়ায় তিনি যোগদান করেননি। আজকে তার মাশুল দিতে হচ্ছে। ১৯ বছর চাকরির পর সাড়ে ৫ বছরে কনিষ্ঠ প্রভাষক হয়ে।

পত্রলেখকের বক্তব্যে দুঃখ ক্ষোভ বেদনা এবং সম্মানের প্রশ্ন আছে। কিন্তু আমার কাছে এর কোন নতুনত্ব নেই। কারণ এ ধরনের ঘটনা ঘটছে বেশ কয়েক বছর ধরে। ইতিমধ্যে দেশের অনেক কলেজ সরকারীকরণ করা হয়েছে। সে সকল কলেজের শিক্ষকদের এভাবেই আত্মীকরণ করা হয়েছে। বেসরকারী কলেজের অনেক অধ্যক্ষ সরকারী কলেজের কনিষ্ঠ প্রভাষক হয়েছেন। সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেকের পদোন্নতি হয়নি। অনেকে ক্ষোভে-দুঃখে অপমানবোধে চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন। এ নিয়ে আমরা বার বার লিখেছি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং দফতরে আমাদের বক্তব্যে এর সমর্থন মিলেছে। কিন্তু কাজ হয়নি। কাজ হয়নি অন্য এক শ্রেণীর শিক্ষকদের জন্যই। ঘটনাটি আমি খুলেই বলি।

আমি লিখতে গিয়ে অনুভব করেছি সরকারী এবং বেসরকারী কলেজে শিক্ষকদের কোথায় যেন একটা মতান্তর আছে। সরকারী কলেজের শিক্ষকদের ধারণা হচ্ছে—আমরা পরীক্ষায় ভাল ফল করলাম। কর্মকমিশন মোকাবিলা করলাম। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে সরকারী কলেজের প্রভাষক হলাম। আর কোথা থেকে কারা এসে হুট করে এক ঘোষণার বলে সরকারী কলেজের প্রভাষক বা অধ্যাপক হয়ে গেল। এ কেমন কথা। তারা আর আমরা কোনমতেই এক হতে পারি না। কোথাও একটা ব্যতিক্রম থাকতেই হবে। এ ব্যতিক্রম করতে গিয়েই বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের চাকরির ধারাবাহিকতা অর্ধেক হয়ে গেছে। অধ্যক্ষ হয়েছেন কনিষ্ঠ প্রভাষক।

অপরদিকে বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের কথা হচ্ছে—অনেক কষ্ট করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়েছি। মাসের পর মাস বছরের পর বছর বেতন না নিয়ে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছি। শিক্ষা জাতীয়করণের রাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারেই কলেজ সরকারীকরণ হয়েছে। অনেক কষ্টে সারা দেশে শিক্ষার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার জন্য আমাদের পুরস্কৃত করা উচিত ছিল। অথচ আমরা হেনস্তা হচ্ছি প্রতি পদে পদে।

এই অবস্থা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। দুই মহলের এ ধরনের কথাবার্তা আমরাও শুনেছি দীর্ঘ দিন ধরে। আমরা এ পরিস্থিতির অবসান কামনা করেছি। কাউকে আমরা দোষ দিতে চাইনি। আমরা বলেছি যা ঘটা উচিত তাই ঘটুক। আমরা শিক্ষাঙ্গনে শান্তি চাই। এবং বিশ্বাস করি যে ক্ষোভ দুঃখ বা অপমানবোধ নিয়ে শিক্ষকতা করা যায় না। শিক্ষকতা করা না গেলে শিক্ষক নিযুক্ত করে বা শিক্ষায়তন গড়ে কি লাভ। আমি মনে করি কলেজ সরকারীকরণ নিয়ে এবং শিক্ষকদের আত্মীকরণ নিয়ে সিদ্ধান্ত পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে শিক্ষা জাতীয়করণ সরকারের নীতি। দেশে সরকারী কলেজের চেয়ে বেসরকারী কলেজের সংখ্যা অনেক বেশি। সকল বেসরকারী কলেজ জাতীয়করণ করা হলে সমস্যা কিন্তু সংকট হয়ে দেখা দেবে। নতুন জাতীয়করণকৃত কলেজের সংখ্যা মূল সরকারী কলেজের চাইতে হবে অনেক বেশি। শিক্ষকের সংখ্যাও হবে অনেক গুণ। এই অসংখ্য শিক্ষককে অসন্তুষ্ট রেখে শিক্ষার পরিবেশ ভাল রাখা যাবে বলে আমি মনে করি না। তাই শান্তিপূর্ণভাবে শিক্ষার স্বার্থেই আত্মীকরণের প্রশ্নটি নতুন করে ভাবা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এবং এর প্রাথমিক দায়িত্ব নিতে হবে কলেজ শিক্ষকদের সংগঠনগুলির। আপনারা পরস্পর বিরোধী আবেদন নিবেদন জানাতে থাকলে কারো পক্ষে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়।

—অনিকেত